DEC 02 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

'উদ্ভাসিত জামালপুর'এর ভবিষ্যত কি অন্ধকার?

মোস্তফা বাবুল, *জামালপুর থেকে*

জামালপুর জেলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এখনও নিরক্ষর। এরা চোখ থাকতেও অন্ধ। এদের কোন সাক্ষরজ্ঞান নেই। এরা লিখতে, পড়তে, দৈনন্দিন জীবনের হিসাব-নিকাশ কষতে জানে না। এরা কবে সাক্ষর হবে, এদের জীবনে কী নিরক্ষরতার অভিশাপ ঘুচবে, এরা কী কখনও আলোকিত মানুষ হয়ে উঠবে– এদের কেউ তা জানেনা। তবে সাক্ষর হতে এদের মধ্যে অদম্য বাসনা রয়েছে– অক্ষরজ্ঞান লাভের আগ্রহও রয়েছে প্রবল।

'অক্ষর দিয়ে সাক্ষরতা শুরু'– শ্লোগানের ওপর ভিত্তি করে নিরক্ষরমুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে জামালপুরে সূচিত হয়েছিল সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন, অর্থাৎ টিএলএম কর্মসূচী। গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে তৎকালীন জেলা প্রশাসক অচ্যুতপদ গোস্বামী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুরু করেছিলেন সাক্ষরতা আন্দোলন। তিনি এর নামকরণ করেছিলেন 'যমুনা জামালপুর'। ১৯৯৮ সালের ৮ মার্চ সমাজ সেবা অধিদফতরের নিবন্ধনভুক্ত হবার মাধ্যমে 'যমুনা জামালপুর' এর তৎপরতা শুরু হয়। প্রথম কাজটি ছিল জরিপ করে নিরক্ষরতার পরিসংখ্যান বের করা। ১৯৯১ সালের আদম শুমারি মোতাবেক জামালপুর জেলার মোট জনসংখ্যা হলো ১৮ লাখ ৭৮ হাজার ৮শ' ৭৫ জন। জরিপে দেখা যায় যে, জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নিরক্ষর। ব্যাপকসংখ্যক এই নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করতে পদক্ষেপ গৃহীত হয়। প্রথমেই জেলার ইসলামপুর উপজেলা থেকে সাক্ষরতা আন্দোলনের যাত্রা শুরু করেছিলেন তৎকালীন জেলা প্রশাসক। মডেল হিসাবে ইসলামপুরের পাথর্শী ইউনিয়নের ৮ হাজার ৩শ' ৭০ জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করতে চালু করা হয়েছিল ২শ' ৭৯টি কেন্দ্র। এর জন্য গণশিক্ষা অধিদফতরের আর্থিক বরাদ্দ পাওয়া যায় ৫০ লাখ টাকা। প্রচার, উপকরণ সংগ্রহ, সুপারভাইজার ও শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন খাতে ব্যয় হয় প্রায় ৪০ লাখ টাকা। এক বছরের মাথায় জেলা প্রশাসক বদলি হন, সেই সঙ্গে ইসলামপুরের সাক্ষরতা কর্মসূচীও ভেস্তে যায়। এরপর জামালপুর জেলা প্রশাসন হয়ে আসেন জনাব আবুল বাশার। তিনিও জামালপুর জেলা নিরক্ষরমুক্ত করার অঙ্গীকার পূরণে সচেষ্ট হন। তাঁর যোগদানের পর থেকেই আবারও জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের তোড়জোড় শুরু হয়। সমগ্র জেলা থেকে একযোগে নিরক্ষরতা দূর করতে তিনি জেলাব্যাপী ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি 'যমুনা জামালপুর' এর নাম পাল্টে নতুন নামকরণ করেন 'উদ্ভাসিত জামালপুর'। পুনরায় নিরক্ষরতার জরিপ পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় দফা জরিপে নিরক্ষর বলে চিহ্নিত করা হয় জেলার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ লোককে। পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের নিজস্ব অর্থায়নে জামালপুর সদর, সরিষাবাড়ী, মেলান্দহ, দেয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ ও বকশীগঞ্জ উপজেলায় ১০টি করে মোট ৬০টি কেন্দ্রে ১ হাজার ৮শ' নিরক্ষরকে সাফল্যজনকভাবে সাক্ষর করে তোলা হয়। জেলা সদর, ইসলামপুর ও বকশীগঞ্জ উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয় বিশাল উদ্বুদ্ধকরণ সমাবেশ। এসব সমাবেশে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষিকা, সুপারভাইজার, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংগঠন, মসজিদের ইমাম, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা-অভিভাবক, সাংবাদিক, সমাজের গণ্যমান্য ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ ব্যাপক উদ্দীপনা ও জাগরণের সৃষ্টি করে।

জামালপুর সদরের গুরুত্বপূর্ণ ৫টি স্থানে এবং জেলার ৭টি উপজেলা পরিষদের সামনে স্থাপন করা হয়েছে 'উদ্ভাসিত জামালপুর'-এর মোট ১২টি বড় আকারের হোর্ডিং সাইন। এছাড়াও জেলার ৬৮টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং প্রত্যেক ইউনিয়নের ভূমি অফিসের সামনে 'উদ্ভাসিত জামালপুর-এর সাইন বোর্ড লাগানো হয়েছে। কর্মসূচী সফল করতে বাজেটও প্রণয়ন করা হয়। বাজেটে প্রচার ও জরিপ, শিক্ষা উপকরণ, প্রশিক্ষণ, সংস্থাপন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন এবং সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচীসহ সর্বমোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২০ কোটি ৯৬ লাখ ৪৪ হাজার ৬শ' ৯৭ টাকা। এর মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ৫০ লাখ, দ্বিতীয় কিস্তিতে ১০ লাখ এবং তৃতীয় কিস্তিতে ১ কোটি টাকা শিক্ষা প্রকল্পের আর্থিক বরাদ্দ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুদানের বিপুল অঙ্কের টাকা ব্যয়িত হয়েছে কর্মসূচী সফল করার নানামুখী কর্মকাণ্ডে। ধারণা করা হয়েছিল যে ২০০১ সালের মধ্যে জামালপুর জেলা সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর মুক্ত হবে, জেলার সাক্ষরতার হার বাড়বে, সত্যিকার অর্থেই জামালপুর হবে উদ্ভাসিত।

ক্ষমতার পালাবদলে স্থবির হয়ে পড়েছে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের কার্যক্রম। নিরক্ষর অন্ধকে আলো দানের 'উদ্ভাসিত জামালপুর' নামের আলোকবর্তিকার উজ্জ্বল শিখা এখন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বাজেটের আর্থিক মঞ্জুরি পেলে কর্মসূচী সফল করা শুধু সময়ের ব্যাপার। এ বিষয়ে রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে সরকারের ওপরের মহলে। শুধুই সময়ক্ষেপণ ছাড়া কোন সাড়া মিলছে না। পাওয়া যাচ্ছে না বাজেটের আর্থিক বরাদ্দ। বর্তমান ক্ষমতাসীন জোট সরকারের এই কর্মসূচীর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা কী তা এখনও স্বচ্ছ নয়। সহসা বাজেটের অর্থ বরাদ্দ মিলতে পারে তার কোন ভরসা নেই। উপরন্তু বিগত সরকারের শেষ কিস্তির প্রাপ্ত ১ কোটি টাকাও হয়ত ফেরত যেতে পারে। এমনি এক পরিস্থিতিতে এই কর্মসূচীর পুরো আয়োজন, উদ্যোগ ভেস্তে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।

জামালপুর ঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে শোভা পাচ্ছে 'উদ্ভাসিত জামালপুর'এর হোর্ডিং সাইন —জনকণ্ঠ